বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা।

ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স

সূত্র নং: ডিসিপি(পিআর) ০৫/২০২৬-৩৬৫ তারিখ : ১৭ আগস্ট, ২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রধান বার্তা সম্পাদক,
ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া
ঢাকা।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা অনুষ্ঠান।

কৃষি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় আজ ১৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখে কৃষি ঋণ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোঃ মোস্তাকুর রহমান এফসিএমএ ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করেন। একইসাথে সার্বিক কৃষি ও পল্লী ঋণ কর্মসূচির বিষয়ে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণ এবং নীতি প্রণয়নে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রস্তুতকৃত Web Based Agri-Credit MIS Software এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি ঘোষণা অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, চিফ ইকোনোমিস্ট, নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ, কৃষি ঋণ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তফসিলি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন।

বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে পল্লী অঞ্চলে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে জাতীয় সামষ্টিক উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কৃষি খাতে পর্যাপ্ত ঋণ প্রবাহের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকসমূহের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬০,০০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যা বিগত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ৩৯,০০০ কোটি টাকার তুলনায় ৫৩.৮৫% বেশি। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের জন্য ২০,৪৯৫ কোটি টাকা এবং বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের জন্য ৩৯,৫০৫ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবছর কৃষি সংশ্লিষ্ট নতুন নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং যে সকল নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলো হলো:

- ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা ৬০,০০০ (ষাট হাজার) কোটি টাকা নির্ধারণ;
- প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করার ক্ষেত্রে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য সম্পদ কর্মকর্তা ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রত্যয়ন কিংবা সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কৃষক কার্ড সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার;
- শস্য ও ফসল খাত ও পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতেও দলবদ্ধভাবে কৃষি ঋণ বিতরণের নির্দেশনা প্রদান এবং কৃষক দলের সদস্য সংখ্যার নির্ধারিত সীমা শিথিলকরণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ আবেদন এবং ২.৫ একর পর্যন্ত জমিতে লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ ডকুমেন্টস ব্যতীত অন্য কোনো চার্জ ডকুমেন্ট গ্রহণ না করার নির্দেশনা প্রদান;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ৫.০০ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানত বিহীন ঋণ বিতরণ ছাড়াও সময়মতো ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের নিমিত্ত বিশেষ করে, নারী ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য অর্থায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রচলিত জমি বা স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে বিকল্প জামানত (যেমন: ব্যক্তিগত জামানত, সামাজিক জামানত ও দলগত জামানত) ব্যবহারের পরামর্শ প্রদান;
- কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে পাশ বই থাকা/ইস্যুর বিষয়টি রহিতকরণ;
- কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় ঋণ বিতরণ সহজ করার লক্ষ্যে ঋণ বিতরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি শিথিলকরণ;

চলমান পাতা-২

- ‘বাংলাদেশ ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কমন ফান্ড (বিবিএডিসিএফ)’ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন;
- মৎস্য চাষ ও প্রাণিসম্পদ খাতে ব্যাংকসমূহ একক বা দলবদ্ধ কৃষক/খামারির অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে পারে মর্মে স্পষ্টীকরণ;
- হ্যাচারিতে মাছের পোনা উৎপাদন, হাঁস-মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন এবং উট পালনের বিষয়টি নীতিমালায় সংযুক্তকরণ;
- ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এবং ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল সংক্রান্ত নীতিমালার সারসংক্ষেপ সংযুক্তকরণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং কৃষক/গ্রাহক পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্মতির ভিত্তিতে গ্রাহককে বীমা সুবিধার আওতায় আনার বিষয়টি সংযোজন;
- শিমুল মূল, অশ্বগন্ধা, মিশ্রি দানা, রোজেলা, শতমূল, গাছ আলু, ব্লুবেরি ফল এবং ডিমের খোসা দিয়ে জৈব সার উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার এবং ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচি নতুনভাবে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- এছাড়া, সারাবছর ধরে কলা, পেঁপে, আম, লেবু, পেয়ারা এবং লিচু চাষের ঋণ বিতরণকাল ও ফসল কর্তনকাল নির্ধারণ এবং ফসল সংগ্রহের পর থেকেই ঋণ পরিশোধের সময়সীমা নির্ধারণ প্রভৃতি।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও টেকসই অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতে যথাসময়ে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান একান্ত প্রয়োজন। দেশের কৃষিপণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি; সর্বোপরি সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়নে এ নীতিমালা ও কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করে।

জাতীয় স্বার্থে উল্লিখিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

(সাঈদা খানম)
পরিচালক (এক্স ক্যাডার-প্রকাশনা) ও সহকারী মুখপাত্র
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
টেলিফোন: ৯৫৩০৩০০
E-mail: sayeda.khanam@bb.org.bd